জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট

এক নজরে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা

- বিদ্যালয় সংখ্যা : ১৪৭৭ টি
  ১৯৭৩ সালে সরকারিকরণকৃত বিদ্যালয় সংখ্যা : ১০৬৬টি।
  ২০১৩ সালে সরকারিকরণকৃত বিদ্যালয় সংখ্যা : ৪১১টি ।
- গ্রস ভর্তির হার : ১০২.৮%
- নীট ভর্তির হার : ৯৮.২%
- ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার : ৯.৮%
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার (২০১৯) : ৯৩.৪৯%
- হাওর এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : ৭৫ টি
- চা বাগান এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : ৬ টি
  বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় সিলেট সদর ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় চা বাগানে প্রস্তাবিত বিদ্যালয় সংখ্যা : ৮টি
- মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা : ৫৩৫১৩৮ জন

কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা :

প্রধান শিক্ষক : ১০৭৩, সহকারী শিক্ষক : ৭১৬৩

শিক্ষক শূন্য পদ সংখ্যা :

প্রধান শিক্ষক : ৪০৪, সহকারী শিক্ষক : ৭১৭

কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য :

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	১৩	১২	১
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	৭১	২২	৪৯
সহকারী মনিটরিং অফিসার	১	০	১
উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক	১৩	০	১৩
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২১	৫	১৬
হিসাব সহকারী	১২	১০	২
অফিস সহায়ক	১৩	২	১১

সম্পাদনায় : জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সিলেট।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের উন্নয়ন

- প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৃথক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেনিকক্ষ রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেনিকক্ষ সজ্জিতকরনের জন্য প্রতিবছর অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। ১০৬৬টি বিদ্যালয়ে ১টি করে শিক্ষক পদ সৃজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে ।
- পিইডিপি-৪ এবং পিইডিপি-৩ এর আওতায় প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, অতিরিক্ত শ্রেনিকক্ষ নির্মাণ, ছেলে মেয়েদের জন্য ওয়াশব্লক নির্মাণ, বড় ধরনের মেরামত, ক্ষুদ্র মেরামত ইত্যাদি উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। জরাজীর্ণ সরকারি ও জাতীয়করনকৃত বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প চালু করে নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।
- জেলার ৫৭৯টি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ১৪৬৪টি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতি উপজেলায় ১টি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ চালু করা হয়েছে। সদর উপজেলার ওমরশাহ তেররতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ল্যাব চালু আছে।
- শিশুদের নিকট বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করার জন্য ১,৫০,০০০ টাকায় Playing Accessories সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদকে উপবৃত্তি প্রদানের আওতায় এনে তাদের মায়ের মোবাইলে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হচ্ছে।
- বছরের শুরুতেই সকল শিক্ষার্থীর মাঝে ৪ রঙের পাঠ্যবই বিতরণ করা হচ্ছে।
- বিদ্যালয়ের ছোট খাটো মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সামগ্রী ক্রয় ইত্যাদি খাতে ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে SLIP তহবিলে সরকার প্রতি বছর শিক্ষার্থী অনুপাতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের অবস্থান নিরাপদ করতে দৃষ্টিনন্দন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হচ্ছে।
- শিক্ষার্থীদের গুণগত মানের শিখন নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- ১০৬৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে দপ্তরি কাম নৈশ প্রহরি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে।
- জেলার ১৯৩টি বিদ্যালয়ে স্থানীয় উদ্যোগে শহিদ মিনার হয়েছে।
- সহ পাঠক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে।